গাংনীতে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ও শহীদ দিবস পালন

মেহেরপুরের গাংনীতে বিনম্র শ্রদ্ধা, যথাযথ মর্যাদায় অমর একুশে ফেব্রুয়ারির প্রথম প্রহরে ভাষা শহীদদের স্মরণের মাধ্যমে ‘মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস’ পালিত হয়েছে। ভাষার জন্য জীবন উৎসর্গকারী শহীদদের স্মরণে শহীদ মিনারে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন গাংনী উপজেলার সর্বস্তরের মানুষ।

একুশে ফেব্রুয়ারির প্রথম প্রহর ১২টা ১ মিনিটে গাংনী উপজেলা পরিষদ শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন সরকারি-বেসরকারি, রাজনীতিকসহ বিভিন্ন শ্রেনীপেশার মানুষ।

প্রথম প্রহরে গাংনী উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে আর্ন্তাাজিতক মাতৃভাষা ও শহীদ দিবস উদযাপন উপলক্ষে নানা কর্মসুচী পালন করা হয়েছে। ১২ টা ১ মিনিটে গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার আরএম সেলিম শাহনেওয়াজ ও উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান এমএ খালেক উপজেলা পরিষদ শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পন করেন। পরে ভাষা শহীদদের শ্রদ্ধা জানাতে এক মিনিট নিরবতা পালন করা হয়।

উপজেলা আওয়ামীলীগের পক্ষে মেহেরপুর-২ গাংনী আসনের সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পন ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। সংসদ সদস্য ও উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকনের নেতৃত্বে একটি বিশাল র্যালী গাংনীর বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে ।

এসময় জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও আর্ন্তজাতিক মাতৃভাষা ও শহীদ দিবস উপলক্ষে আলোচনসভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন উপজেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক গোলাম মস্তফা,ও উপজেলা আওয়ামীলীগের নেতৃবৃন্দসহ সাহারবাটি ইউপি চেয়ারম্যান গোলাম ফারুক,মটমুড়া ইউপি চেয়ারম্যান সোহেল আহামেদ,বামুন্দি ইউপি চেয়ারম্যান শহিদুল ইসলাম বিশ্বাস, কাথুলী ইউপি চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান রানা জেলা পরিষদ সদস্য মজিরুল ইসলাম,মনিরুল ইসলাম মাস্টার,নুরজাহান বেগমসহ ছাত্রলীগের নেতাকর্মীবৃন্দ।

আলোচনার শুরুতে ভাষা শহীদদের প্রতিশ্রদ্ধা নিবেদনে এক মিনিটের

নিরবতা পালনসহ তাদের আত্নার মাগফেরাত কামনায় দোয়া মোনাজত পরিচালনা করেন সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন।

কোটচাঁদপুরে যথাযোগ্য মর্যাদায় মহান শহীদ ও আর্ন্তজাতিক মাতৃভাষা দিবস পালিত

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে যথাযোগ্য মর্যাদা ও নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে পালিত হয়েছে মহান শহীদ ও আর্ন্তজাতিক মাতৃভাষা দিবস। একুশের প্রথম প্রহরে উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে স্থানীয় সরকারি পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে অবস্থিত উপজেলা কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে হাজারো মানুষের সুনশান নিরবতা ভেঙ্গে রাত ০০.১ মিনিটে ফুলের শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদনের মধ্য দিয়ে দিবসটি পালন শুরু করা হয়।

প্রথম প্রহরে উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে শহীদ বেদীতে ভাষা শহীদদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা নিবেদন ও পুষ্পমাল্য অর্পণ করা হয়। এসময় উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা চেয়ারম্যান ও উপজেলা আ.লীগের সভাপতি শরিফুন্নেছা মিকি, উপজেলা নির্বাহী অফিসার আসাদুজ্জামান রিপন, থানার অফিসার ইনচার্জ মাহবুবুল আলম, পৌর মেয়র সহিদুজ্জামান সেলিম, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পারকল্পনা কর্মকর্তা ডাঃ আব্দুর রশিদ, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান রিয়াজ হোসেন ফারুক, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান সাদিয়া আক্তার পিংকিসহ উপজেলা প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান।

পরে একে একে বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক, সংগঠন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, প্রেসক্লাবসহ সর্বস্তরের মানুষ শহীদ বেদীতে পুষ্পমাল্য অর্পণ করেন। এসময় ভাষা শহীদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা আর একুশের চেতনা বাস্তবায়নের শপথ ও দোয়া করা হয়।

উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে মহান শহীদ দিবস ও আর্ন্তজাতিক মাতৃভাষা

দিবস উদ্যাপন উপলক্ষে সকাল ৮টায় সরকারি মডেল পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে থেকে প্রভাত ফেরী বের করা হয়।

প্রভাতফেরী র্যালীটি শহরের প্রধাণ প্রধাণ সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে উপজেলা পরিষদ চত্তর শেষ হয়। এতে উপজেলা চেয়ারম্যান, নির্বাহী অফিসার, প্রশাসনের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা, বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক সংগঠন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ফায়ার সার্ভিস, রোভার স্কাউট সহ নানা শ্রেণী-পেশার মানুষ অংশ নেন। পরে আলোচনা সভা, চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগীতা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং পুরস্কার বিতরণের আয়োজন করা হয়।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে শোলমারী বালিকা বিদ্যালয়ে আলোচনা ও দোয়া মাহফিল

মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে মেহেরপুর সদর উপজেলার শোলমারী মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। রবিবার সকালে বিদ্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে এ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মাহাবুব রহমান এর সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় বক্তব্য দেন সহকারী শিক্ষক আব্দুল আলিম, আব্দুল জাব্বার, ফারুক হোসেন। এসময় উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক মমতাজ পারভিন, মর্তুজা ফারুক, অফিস সহকারী রিপন আলীসহ বিদ্যালয়ের কর্মচারীবৃন্দ।

পরে ভাষা শহীদদের আত্মার মাগফেরাত কামনা দোয়া পরিচালনা করেন বিদ্যালয়ের ধর্মীয় শিক্ষক শরিফউদ্দিন।

মেহেরপুরে আলুর দাম না পেয়ে লোকসান গুনতে হচ্ছে বিঘা প্রতি ৫-১০ হাজার টাকা

মেহেরপুরে আলুর দাম না পাওয়ায় চরম ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে কয়েক’শ আলু চাষী। বিঘা প্রতি ৫-১০ হাজার টাকা লোকসান গুনতে হচ্ছে চাষীদের। কৃষি বিভাগের হিসেবে প্রতিবছর আলু চাষ করেন প্রায় ৮০ লাখ কৃষক। এ বছর বড় ধরণের ক্ষতির সম্মুখীন হতে হচ্ছে আলু চাষীদের। যারা আলু আবাদ করছে, সবার এখন লোকসানের সম্মুখীন হচ্ছে। জমি থেকে বাজার পর্যন্ত বিঘা প্রতি ৫ থেকে ১০ হাজার টাকা ক্ষতি হচ্ছে চাষীদের । আলুর দামে এ বেহাল অবস্থার কারণে হতাশ কৃষকেরা। তবে সরকার যেহেতু আলু মজুদ করে না, সেহেতু আলুর দাম নিয়ন্ত্রণে সরকারের সরাসরি ভূমিকাও নেই।

এসব কারণে প্রায় সব আলু চাষীরা এবার ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছেন। আলুর দাম মারাত্মকভাবে কমে যাওয়ায় কৃষকেরা ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছেন। পাইকারি বাজারে কৃষকেরা প্রতি কেজি আলু বিক্রি করছেন মাত্র ৮ থেকে ১২ টাকা দরে। যেখানে তাদের বীজ কিনতেই খরচ হয়েছে ৫০ থেকে ৫৫ টাকা। ব্যবসায়ীরা বলছেন, করোনাকালিন সময়ে আলুর দাম বেশী হওয়ায় লাভের আশায় বেশী দামে বীজ কিনেছি। অতিরিক্ত সরবরাহ ও চাষের কারণেই আলুর বাজারদর এতটা কমে গেছে। যার ফলে তারাও ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছেন। এদিকে আলুর লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করার পাশাপাশি কোল্ড স্টোরেজ বা হিমাগারের সংখ্যা বৃদ্ধির উদ্যোগও নেয়া প্রয়োজন বলে মনে করছেন কৃষিবিদরা।

মেহেরপুর আশরাফপুর গ্রামের আলুচাষী আহসান আলী এ মৌসুমে প্রতি বিঘায় ৩৫ থেকে ৪০ হাজার টাকারও বেশী খরচ করে সাড়ে ৭ বিঘা আলু চাষ করেছি। কিন্তু বিক্রি করতে গিয়ে পরিবহণ খরচ বাদ দিয়ে মণ প্রতি দাম পাচ্ছি মাত্র ৪০০ থেকে ৫০০ টাকা। অর্থাৎ, কেজি প্রতি পাইকারি ১০-১২ টাকার চেয়ে সামান্য কম-বেশী। তিনি আরও বলেন, সরকার যদি আলুর দাম একটু বেশী করে বাজারজাত করে দিত তাহলে আমরা চাষীরা ক্ষতি থেকে বেচে যেতাম।

সদর উপজেলার গোপালপুর গ্রামের আলুচাষী হাফিজুর রহমান ও আশাদুল ইসলাম বলেন, গতবছর আলুর চাষ করেছিলাম। গড়ে প্রায় ১ হাজার টাকা

মণে আলু কিনেছিলেন তিনি এবং লাভও হয়েছিল। কিন্তু এবছর বেশী দামে বীজ সরবরাহ হওয়ায় আলুর চাষে তারা লোকসানে পড়ছেন। এখন সরবরাহ হয়ে গেছে বেশী আর দাম হয়ে গেছে কম। আলুচাষী শামীম হোসেন বলেন, করোনার সময় আলুর দাম বেশী থাকায় সেই প্রভার বীজের উপর পড়ে। সেই সাথে লেবার খরচ বেশী পড়ে যায়। এতে অনেক টাকা বিঘা প্রতি খরচ হয়েছে আলু চাষে। আমরা যদি ভালো দাম পেতাম তবে হয়তো ক্ষতি কিছুটা পুষিয়ে উঠতে পারব।

পাইকারি আলু ব্যবসায়ী রিপন আলী জানান, কৃষকদের মতো পাইকারি ব্যবসায়ীরাও কম দামে আলু কিনে তারাও লোকসানে পড়ছেন। প্রতি কেজি ২০ টাকা করে কিনলে ১৫ টাকায় বিক্রয় করতে হচ্ছে আবার ১৫ টাকাই কিনলে ১০-১২ টাকাই ঢাকার পাইকারী ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রি করছেন। এতে পরিবহণ খরচসহ তাদের মোট যে খরচ হচ্ছে, তাতে বিপুল পরিমাণ লোকসান গুনতে হচ্ছে তাদেরও।

মেহেরপুর কৃষি অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক কৃষিবিদ স্বপন কুমার খাঁ জানান, মেহেরপুরের মাটি অনেক উর্বর। চলতি বছরে আলুর আবাদ অনেক বেশী হয়েছে। জেলায় ১২৭৫ একর জমিতে আলু আবাদের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। গত বছরের ১২৪০ একর আলুচাষ হয়েছিল। এবার বেশি আলু চাষ করা হয়েছে। তবে বাস্তবে লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বাজারে দাম ভালো থাকায় আলু চাষে কোমর বেঁধে মাঠে নেমেছেন। স্থানীয় প্রশাসন দিয়ে বাজার মনিটিরিং করা হচ্ছে।

মহেশপুরে হনুমান সংরক্ষণ কার্যক্রমের উদ্বোধন

গত শুক্রবার বিকালে ঝিনাইদহের মহেশপুরের ভবনগর গ্রামে হনুমান সংরক্ষণ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন প্রধান বন সংরক্ষক মোঃ আমির হোসেন চৌধুরী।

বিভাগীয় বন কর্মকর্তা সামাজিক বন বিভাগ যশোর সাজ্জাদুজ্জামানের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন, প্রধান বন সংরক্ষক আমির হোসাইন চৌধুরী।

বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন, যশোর বন সংরক্ষক মোল্লা রেজাউল করিম, মহেশপুর উপজেলা চেয়ারম্যান ময়জদ্দীন হামীদ, কুষ্টিয়া বিভাগীয় বন কর্মকর্তা সালেহ মোহাম্মদ সোহাইদ খাঁন, যশোর সহকারী বন সংরক্ষক অমিতা মন্ডল, মহেশপুর প্রেস ক্লাবের সভাপতি আব্দুর রহমান।

উপস্থিত ছিলেন, কোটচাঁদপুর ফোরেস্টার এমএম মিজানুর রহমান, কালীগঞ্জ ফোরেস্টার আলাউদ্দিন, ইউপি চেয়ারম্যান আমান উল্লাহ হক, মহেশপুর প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক এসএম এনামুল হক দুলু, যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম, সাংবাদিক এসএম রাজন, নাজমুল হোসেন প্রমুখ।

উল্লেখ্য, ভবনগর গ্রামে দীর্ঘদিন ধরে ২শতাধিক হনুমান রয়েছে। খাদ্য সংকটের কারণে হনুমানগুলি ক্ষেত খামারে ও লোকজনের বাড়িতে উপদ্রব করায় অনেকেই বিরক্ত হয়ে হনুমানের ক্ষতি করছে এমনি অঙ্গহানি ও ফাঁদে জড়িয়ে হনুমান মারা হয়েছে। এ সংক্রান্ত গণমাধ্যমে বিভিন্ন সময় সংবাদ প্রকশিত হয়।

প্রধান বন সংরক্ষক সিসিএফ আমির হোসেন প্রধান বন কর্মকর্তার নির্দেশে ঐ গ্রাম সরেজমিন পরিদর্শন করেন এবং গত শুক্রবার সরকারিভাবে হনুমানগুলোর খাদ্য সরবরাহের উদ্বোধন করা হয়েছে। একই সাথে তিনি কোটচাঁদপুরে বন ভিভাগের দ্বিতল ভবনের উদ্ধোধন করেন।

কেরুজ শ্রমিক-কর্মচারী ইউনিয়নের দ্বি-বার্ষিক সাধারণ সভা, ৮ মার্চ নির্বাচন

গতকাল শনিবার সকাল ১০ টার দিকে কেরুজ গ্যারেজ সেডে আয়োজন করা হয় শ্রমিক-কর্মচারী ইউনিয়নের দ্বি-বার্ষিক সাধারণ সভা। নির্ধারিত সময়েও শুনশান ছিলো সভা চত্বর। সাড়ে ১১ টার পর থেকে শ্রমিক সংগঠন থেকে দলেদলে মিছিল সহকারে নেতারা কর্মী সমর্থকদের নিয়ে হাজির হন সভাস্থলে।

দুপুর ১২ টার দিকে শুরু হয় আলোচনা পর্ব। পবিত্র কোরআন তেলোয়াত ও জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্যদিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু হয়। শ্রমিক-কর্মচারী ইউনিয়নের সভাপতি তৈয়ব আলীর সভাপতিত্বে সভায় বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাবসহ ৫ পৃষ্টা বিশিষ্ট প্রতিবেদন পাঠ করেন সাধারণ সম্পাদক মাসুদুর রহমান মাসুদ।

২০১৯ সালের আয় দেখানো হয়েছে ১১ লাখ ৫৭ হাজার ৩১৭ টাকা। ওই বছরেই ব্যয় করা হয়েছে ৫ লাখ ৭০ হাজার ৫০০ টাকা। অবশিষ্ট টাকার পরিমাণ ৫ লাখ ৮৬ হাজার ৮১৭ টাকা। ২০২০ সালে আয় হয়েছে ১২ লাখ ৪৫ হাজার ১৫৩ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ৬ লাখ ৩৬ হাজার ৫৬০ টাকা। ফলে ২ বছরের আয়-ব্যয় হিসাবে অবশিষ্ট টাকার পরিমাণ ৬ লাখ ৮ হাজার ৫৯৩ টাকা।

সভায় অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন সভাপতি প্রার্থী ফিরোজ আহমেদ সবুজ, সাবেক সাধারণ সম্পাদক মনিরুল ইসলাম প্রিন্স, বর্তমান পরিষদের সহ-সম্পাদক খবির উদ্দিন, আবু সাঈদ, হাজি আকরাম আলী, এসএম কবির, মোহন ইসলাম, নুর ইসলাম, ইদ্রিস আলী, হাফিজুল ইসলাম, সাইফ উদ্দিন সুমন প্রমুখ।

সহ-সভাপতি মোস্তাফিজুর রহমানের উপস্থাপনায় আরো আলোচনা করেন সাবেক সহ-সভাপতি ফারুক আহমেদ, রেজাউল করিম, ইসমাইল হোসেন, বাবর আলী, শরিফুল ইসলাম প্রমুখ। সভায় ৫ সদস্য বিশিষ্ট প্রস্তাবিত নির্বাচন পরিচালনা কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে। নির্বাচন পরিচালনা কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে মনোনীত করা হয়েছে চিনিকলের মহাব্যবস্থাপক (অর্থ) রাব্বিক হাসান, সদস্য সচিব ব্যবস্থাপক (ডিস্টিলারী) ফিদাহ হাসান বাদশা, উপ-ব্যবস্থাপক (সংস্থাপন) আবুল ফাত্তাহ, গ্যারেজ ইঞ্জিনিয়ার আবু সাঈদ ও সহব্যবস্থাপক (ভূমি) জহির উদ্দিনকে।

গত নির্বাচনের তুলনায় এবারের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে মাত্র ১ দিন আগে। সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হলো ৬ দিন আগে। কেরুজ নির্বাচন মানেই মহাৎসব। এ নির্বাচন গোটা জেলাবাসীকে জানান দেয়। গোটা মরসুম জুড়ে নির্বাচনী বাতাশ থাকে গরম। কেরুজ আঙ্গিনা ভোটার ও বহিরাগতদের পদচারনায় মুখরিত থাকে। প্রার্থীদের দৌঁড়-ঝাপ-ভোটারদের দলে ভেড়ানোর কায়দা-কৌশল অবলম্বনে থাকে না কমতি। ভোটারদের মন গলাতে বানের পানির মতো খরচ করা হয়ে থাকে টাকা। দীর্ঘদিনের এ ধারাবাহিকতা খানেকটা থমকে গেছে এবারের নির্বাচনে। ভোটের বাকী মাত্র ১৫ দিন।

নেই নির্বাচনী আলোচনা, প্রচারণা, দৌঁড়-ঝাপ, সংগঠন অফিসগুলোতে নেই ভোটারদের আনা-গোনা, সন্ধ্যা নামার সাথে সাথে আলোক সজ্জায় সজ্জিত সংগঠন কার্যালয়গুলো পেট ভোজনের আয়োজন পড়ছেনা চোখে। অনেকটাই যেন ভূতরে অবস্থায় পরিণত হয়েছে কেরুজ এলাকা। এবার প্রার্থীরা ভোটার ও সমর্থকদের নিয়ে কোনই মহড়া দিচ্ছেনা। দেখাচ্ছেনা দল ভারী দেখানো শো-ডাউন। নেপথ্যে রয়েছে বহু রহস্য। অনেকেই মন্তব্য করে বলেছে, চাকে সেই মধু নেই বলেই কি মৌমাছির গুনগুনানি বন্ধ? থলেতে কি নেই নিয়োগ ও বদলী বাণিজ্য? নাকী অন্যান্য মিল বন্ধের আতংক বিরাজ করছে কেরুতেও ? এখনো পর্র্যন্ত কি নির্বাচনে প্রার্থীদের প্রধান হাতিয়ার মদ বিক্রয় কেন্দ্রের এজেন্টদের দেখা মিলেনি? নাকী এজেন্টরা অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নেবে?

দীর্ঘদিন সংগঠন কার্যালয়গুলো জনমানবহীন থাকলেও হঠাৎ করেই গতকাল থেকে জমজমাট অবস্থায় পরিণত হওয়ার নেপথ্যের রহস্যই বা কি? তবে গতকাল শনিবার সকাল থেকেই সংগঠনগুলো ছিলো কর্মী, সমর্থক, ভোটার ও বহিরাগতদের ভীড়। প্রত্যেক সংগঠন থেকে বিশাল র্যালি সহকারে সভাস্থলে যোগদান করা হয়েছে। এ নির্বাচনে সভাপতি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন বলে জানিয়েছেন, তৈয়ব সংগঠনের কর্ণধর বর্তমান পরিষদের সভাপতি তৈয়ব আলী ও সবুজ সংগঠনের কর্ণধর ফিরোজ আহমেদ সবুজ।

সাধারণ সম্পাদক পদে মাঠে থাকবেন বলে জানিয়েছেন মাসুদ সংগঠনের কর্ণধর বর্তমান সাধারণ সম্পাদক মাসুদুর রহমান ও প্রিন্স সংগঠনের কর্ণধর সাবেক সাধারণ সম্পাদক মনিরুল ইসলাম প্রিন্স। এ ছাড়া সহ-সভাপতি ও যুগ্ম-সম্পাদকসহ সদস্য পদে অসংখ্য প্রার্থীর নাম শোনা যাচ্ছে। কবে নাগাদ নির্বাচন পরিচালনা কমিটি তফসিল ঘোষণা করবে তা এখনো জানা যায়নি।

মিরপুরের মশানে ওয়েব অরমিক্স

ইনস্টিটিউটের উদ্বোধন

কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার মশান বাজারে ওয়েব অরমিক্স ইনস্টিটিউটের উদ্বোধন করা হয়েছে।

গতকাল শনিবার বিকালে মশান বাজারের রূপালী ব্যাংকের নিচতলায় এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এ প্রতিষ্ঠানের উদ্বোধন করা হয়।

বারুইপাড়া ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি মমিনুল হক ফিতা কেটে এ প্রতিষ্ঠানের উদ্বোধন করেন।

এ সময় তিনি বলেন, বেকারত্ব দুর করতে বিভিন্ন কারিগরি প্রশিক্ষণের বিকল্প নাই। আজকের এই প্রতিষ্ঠান উদ্বোধনী কার্যক্রমের মাধ্যমে এলাকা ও আশপাশ এলাকার শিক্ষিত বেকার যুবকদের কম্পিউটার অফিস এপ্লিকেশন, গ্রাফিক্স ডিজাইনসহ কার ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ এর মধ্য দিয়ে কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে। কারণ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করলে অবশ্যই কর্মসংস্থানের দ্বার উন্মোচন ঘটবেই। আমি এই প্রতিষ্ঠান সাফল্য কামনা করি।

ওয়েব অরমিক্স ইনস্টিটিউটের পরিচালক মোঃ নাজমুল ইসলামের সভাপতিত্বে ও এডমিন নুপুর নাহার বিশ্বাস (লাবনী)’র সঞ্চালনায় অন্যান্যের মধ্যে বাজারের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী খন্দকার লুৎফর রহমান, রবিউল আলম মুকুল, নাসির উদ্দিন বিশ্বাস, মাসুম আলীসহ গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

ওয়েব অরমিক্স ইনস্টিটিউটের এডমিন নুপুর নাহার বিশ্বাস (লাবনী) বলেন, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড অনুমোদিত এ প্রতিষ্ঠানে ৩/৬ মাস মেয়াদী কম্পিউটার অফিস এপ্লিকেশন, ৬ মাস মেয়াদী গ্রাফিক্স ডিজাইন, ১/২ মাস মেয়াদী প্রাইভেট কার ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ ও ২ মাস মেয়াদী ইংলিশ স্পোকেন এর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয়েছে।

বঙ্গবন্ধু সৈনিকলীগ’র গাংনী উপজেলা কমিটি গঠন

বঙ্গবন্ধু সৈনিকলীগ গাংনী উপজেলা শাখার ৫১ সদস্য বিশিষ্ট পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে।

গতকাল শনিবার সন্ধ্যায় বঙ্গবন্ধু সৈনিক লীগের মেহেরপুর জেলা কার্যালয়ে ৫১ সদস্য বিশিষ্ট ৩ বছরের জন্য এ কমিটির ঘোষণা দেন মেহেরপুর জেলা বঙ্গবন্ধু সৈনিক লীগের সভাপতি সোহেল রানা।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন জেলা বঙ্গবন্ধু সৈনিক লীগের সহ-সভাপতি পলাশ, সাধারণ সম্পাদক তরুণ আহমেদসহ নেতার্কমীরা।

গাংনী উপজেলা বঙ্গবন্ধু সৈনিক লীগের সভাপতি জিয়াউল হক ও আমিরুল ইসলামকে সাধারণ সম্পাদক করে ৫১বিশিষ্ট কমিটির ঘোষণা দেওয়া হয়।

কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন সহ-সভাপতি মনিরুল হাসান, হেলাল উদ্দিন, রাকিবুল ইসলাম, আনারুল ইসলাম, যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক তুষার ইমরান, তুহিন আহমেদ, ফারুক হোসেন, সাংগঠনিক সম্পাদক আমজাদ হোসেন সুমন, যুগ্ম-সাংগঠনিক সম্পাদক জিনারুল ইসলাম ও জাকির হোসেন, প্রচার সম্পাদক লিখন, দপ্তর সম্পাদক জাহেদ, অর্থ বিষয়ক সম্পাদক জাকির হোসেন, মহিলা বিষয়ক সম্পাদক ফেরদৌসী খাতুন, যুগ্ম-সম্পাদক ইয়াসমিন মমতাজ চামেলি খাতুন প্রমুখ।

মুজিবনগরে বৈদ্যুতিক শকে রাজমিস্ত্রি নিহত

মেহেরপুরের মুজিবনগরে বৈদ্যুতিক শকে শাহিন (১৯) নামে এক রাজমিস্ত্রীর যোগালে নিহত হয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে আন্দবাস মন্ডলপাড়ার রসূল মল্লিক এর ছেলে শাহিন রাজমিস্ত্রীর যোগালে হিসেবে কাজ করত। ঘটনার দিন সে

আনন্দবাস কাল্টাপাড়ার মৃত আকমান কয়ালের ছেলে বগা কয়ালের বাড়ি কাজে যায়।

বিকালের দিকে ঘরের জল ছাদের ঢালায় এর কাজ করছিল। বিদুৎ এর তারে কাভার দেওয়া থাকার কারণে ভুল বসত তারে হাত দিয়ে কাজ করছিল এ সময় সে বিদুৎস্পৃষ্ট হয়ে লুটিয়ে পড়ে। তাকে উদ্ধার করে মুজিবনগর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

রসূল মল্লিকের দুই ছেলে এক মেয়ে। বড় ছেলে সালাম ১০ বছর আগে রোড একসিডেন্ট এ মারা যায়। শাহিন ছিল তার একমাত্র ছেলে। তার অকাল মৃত্যুতে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। এক মাত্র ছেলেকে হারিয়ে পাগল প্রায় রসৃল ও তার স্ত্রী।

আলমডাঙ্গায় অনৈতিক কাজের সময় প্রবাসীর স্ত্রী ও প্রেমিক আটক

আলমডাঙ্গার ওসমানপুর গ্রামের ওয়াজ মাহফিল শোনার নামে প্রবাসীর স্ত্রীর সাথে অনৈতিক কাজের সময় হাতে নাতে আটক করেছে স্থানীয় জনতা।

গত শুক্রবার রাত ৯ টার দিকে আলমডাঙ্গার ওসমানপুর বাজার প্রাঙ্গণে এ ঘটনা ঘটে।

অনৈতিক কাজের সময় ঘরে তালাবদ্ধ অবস্থায় পুলিশে তুলে দেয় এলাকাবাসী।

জানাগেছে, আলমডাঙ্গা উপজেলার দুর্লভপুর গ্রামের আজিজুল হকের ছেলে ১ সন্তানের জনক বদর আলী দীর্ঘদিন ধরে হারদী ইউনিয়নের ওসমানপুর গ্রামের সৌদিআরব প্রবাসী সফিনের স্ত্রী ২ সন্তানের জননী বিলকিসের সাথে পরকিয়া প্রেম করে আসছিল।

সৌদিআরব প্রবাসী সাফিনের স্ত্রী ২ সন্তানের জননী বিলকিস গাংনী উপজেলা ঝোড়পাড়া-মিনিপাড়ার মেয়ে।

গত শুক্রবার আলমডাঙ্গার হারদি ইউনিয়নের ওসমানপুর বাজারের পাশে ওয়াজ মাহফিল চলছিলো। ওয়াজ মাহফিলে প্রবাসীর স্ত্রী বিলকিসের বাড়ির সকলে চলে যায়। বাড়ি ফাঁকা থাকায় পরকিয়া প্রেমিক বদরকে আসতে বলে বিলকিস।

এ সময় প্রবাসীর স্ত্রীর বাড়ির পাশে অজ্ঞাত ব্যক্তি চলাচলে সন্দেহ করে এলাকাবাসী। ওঁত পেতে বসে থাকে বিলকিসের বাড়ির পাশে। রাত ৯টার দিকে কদর ঘরে ঢুকলে এলাকাবাসী তাদের আটক করে ঘরে তালা বদ্ধ করে রাখে।

এ ঘটনাটি এলাকাজুড়ে ছড়িয়ে পড়লে ব্যাপক সমালোচনার সৃষ্টি হয়। এমন সংবাদের ভিত্তিতে ঘটনাস্থলে ওসমানপুর ফাঁড়ি পুলিশ উপস্থিত হয়ে কদরকে আটক থানা হেফাজতে নেয়।